# সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন এবং শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় জন সংযোগ যাত্রা সমাপ্ত করলেন

**বাঁকুড়া- ২৩.০৫.২০২৩**

তৃণমূলে নব জোয়ার প্রচার কর্মসূচির ২৭তম দিনে, মঙ্গলবার, সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে বাঁকুড়া সফর শেষ করলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

মানুষের বেছে দেওয়ার প্রার্থীদের নিয়েই একটি স্বচ্ছ পঞ্চায়েতব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানেই জনসভা ও রোড শো করেছেন, সেখানেই জন জোয়ার আছড়ে পড়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অসংখ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন যে যখনই তাঁদের প্রয়োজন হবে, দল তাঁদের পাশে থাকবে।

মঙ্গলবার, একটি আদিবাসী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রানীবাঁধে একটি রোড শো করেন। এছাড়া, তালডাংরাতেও তিনি একটি রোড শো করেন, সেখানেও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে শুধুমাত্র একবার চোখের দেখা দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে রাস্তায় মানুষের ঢল নামে।

বাঁকুড়ার গোবিন্দপুর গ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দের সঙ্গে চপ খান এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যাঁরা তাঁকে এলাকার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করছিলেন। বাড়ি না পাওয়ায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যেহেতু বাঁকুড়ার মানুষ ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছেন, তাই এই বঞ্চনা তাঁদের প্রতি বিজেপির উপহার।’’ স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তাঁরা এসবের কিছুই জানতেন না। এর উত্তরে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘এই কারণেই আমি পথে নেমেছি, যাতে আপনারা বিজেপির এই পক্ষপাতমূলক আচরণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।’’

সোমবারের অধিবেশনে বুথস্তরের দলীয় নেতাদের তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূলে নব জোয়ারের আগে কোথাও জনতার এমন বিপুল সমর্থন আমি পাইনি। যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে আমাদের কর্মসূচিগুলিতে এত জনসমাগম হচ্ছে, আমি তাঁকে জানাই, মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদেই এমনটা সম্ভবপর হয়েছে। আবহাওয়া সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও আমি যে এই কর্মসূচি বন্ধ করিনি, এটিই তার প্রধান কারণ। এমনকী, ৯০ বছরের প্রবীণরাও রাস্তায় নেমে আমাদের আবশীর্বাদ করেছেন। মালদায় ১২৭ বছরের এক বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।’’

বাঁকুড়া সফর চলাকালীন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অসংখ্য বাসিন্দার সঙ্গেও দেখা করেন। স্থানীয়দের বহু সমস্যার সমাধান করেন তিনি। গত ১৮মে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলেই একটি অসহায় পরিবার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সক্ষম হয়। একটি দুর্ঘটনায় আহত পতিত বারুই নামে এক ব্যক্তির পরিবার তাঁর চিকিৎসার জন্য সর্বত্র দৌড়োদৌড়ি করছিল, তিনিই ওই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিষয়টি নজরে আসার পরই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ওই পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বরাদ্দ করেন এবং দলের স্থানীয় নেতৃত্বকেও ওই পরিবারের পাশে থাকার নির্দেশ দেন। আহতের স্ত্রী শিল্পা বারুই বলেন, ‘‘ওঁর চিকিৎসা শুরু করার জন্য প্রাথমিকভাবে আমরা ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ করেছিলাম। আমার স্বামীর মেরুদণ্ডে চোট লেগেছিল, তাই ওঁর অস্ত্রোপচার করানোর প্রয়োজন ছিল। আমরা আর চিকিৎসার খরচ চালাতে পারছিলাম না। তাই আমাদের নেতার দ্বারস্থ হই। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের আওতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দেন। তার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।’’

জেলায় প্রথম দিনের ভোট প্রক্রিয়ার সময় থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বার্তা দেন যে তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত ধরনের দুর্নীতির বিরোধী। তিনি বলেন, ‘‘দল থেকে দুর্নীতিগ্রস্তদের দূর করতেই তৃণমূলে নব জোয়ার কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারণ, এবার মানুষই ঠিক করবেন, তাঁরা কাকে প্রার্থী করতে চান। যখন একটি ঢেউ আসে, সেটি সমস্ত নোংরা ধুয়ে নিয়ে যায়। এই জোয়ারও একইভাবে কাজ করবে।’’

ইন্দাসে বজ্রাঘাতে যনিহত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনায় ২০ জন আহত হন। তিনি আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করে সমস্তরকমের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। নিহত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর স্ত্রী বলেন, ‘‘অভিষেক দাদা আমাদের একটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র জমা করে দিয়েছি। এবং আশা করছি দ্রুত চাকরি পেয়ে যাব।’’

সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেওয়ার পর সোমবার নতুন উদ্যমে ফের যাত্রা শুরু করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সাদরে স্বাগত জানাতে এবং তাঁর প্রতি নিজেদের সমর্থন প্রদর্শন করতে জেলার অসংখ্য মানুষ জমায়েত করেছিলেন। প্রবল করতালির মধ্যেই তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি যতই চেষ্টা করুক, আমাদের এই যাত্রা থামবে না।’’

সোমবারের অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমার বয়স ৩৬ বছর এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭২ বছর বয়সি। যা আমার বয়সের দ্বিগুণ। তারপরও শুধুমাত্র আমাকে দমন করার জন্য সিবিআই এবং ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করছেন। যদি তাঁর ক্ষমতা থাকে, তাহলে তিনি আসুন, জনতার দরবারে আমার সঙ্গে লড়াই করুন। যখন আমাকে সিবিআই সমন পাঠাল এবং প্রায় সাড়ে ন’ঘণ্টা ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, বিজেপি নেতারা ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে এবার আমাকে গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু, আমি বেরিয়ে আসতেই তাদের সেই আশা ছাড়খাড় হয়ে গিয়েছিল।’’

--